

مشہور خواجگان دہلی

## প্রসিদ্ধ খাজাগানে দিল্লী

শায়খ শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

শায়খ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ দেহলভী (রহ.)

শায়খ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

শায়খ শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

মূল

ড. জহুরুল হাসান শারেব

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন  
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

---

## প্রসিদ্ধ খাজাগানে দিল্লী

মূল: ড. জহুরুল হাসান শারেব

অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

---

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে  
মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহীদ আল-আমীন হাসনাত, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

---

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন  
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

---

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হি. = জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.

---

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৩৬, বিষয় ক্রমিক: ১১

---

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

---

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

ছুফিয়া লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

---

মূল্য: ৭০ [সত্তর] টাকা মাত্র

---

**Proshiddho Khawjagana-e-Dilli:** By: Dr. Zahural Hasan Sharib, Translated  
In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Al Nadvi, Published By: Allamah  
Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh,  
Price: 70

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[saajctg@yahoo.com](mailto:saajctg@yahoo.com)

[www.saajbd.org](http://www.saajbd.org)

## সূচিপত্র

প্রাক কথা

০৬

৥১ ৥

হযরত শাহ আবদুল হক

মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

০৭

বংশপরিচয়, পিতৃপরিচয়

০৭

শিক্ষা-দীক্ষা, হজ্জে বায়তুল্লাহ

০৮

বায়আত ও খিলাফত লাভ

০৮

ভবিষ্যদ্বাণী, দিল্লী প্রত্যাবর্তন, সন্তান-সন্ততি

০৯

ওফাত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

০৯

তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী

১০

শিক্ষা (হাদীস), হাদীসের প্রকারভেদ

১০

বর্ণনাকারী, ছয়খানা হাদীস (উসূলে হাদীস)

১১

তঁার দৃষ্টিতে সোজা পথ

১১

শরীয়ত ও তরীকতের সামঞ্জস্যতা

১১

মূল্যবান বাণী

১২

দুআ ও ওয়াযীফাসমূহ

১৩

৥২ ৥

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.)

১৪

বংশ-পরিচয়, পিতৃ-পরিচয়

১৪

বাকী বিল্লাহর জন্ম, প্রকৃত নাম

১৪

শিক্ষা-দীক্ষা, মাওলার সম্ভৃতির পথে

১৫

এক মজযুবের সাক্ষাৎ

১৫

বায়আত ও খিলাফত, ভারতে অবস্থান

১৬

বিয়ে ও সন্তানগণ, ওফাত	১৬
খলীফাগণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	১৭
প্রজ্ঞার নমুনা, শিক্ষা, আল্লাহর ওপর ভরসা	১৮
সম্পর্কচ্ছেদ কাকে বলে?	১৮
স্বর্ণালী বাণীসমূহ, নির্দেশিত দুআসমূহ	১৯
কাশফ ও কারামত	১৯

## ১৩ ॥

### হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

বংশপরিচয়, পিতৃপরিচয়	২১
জন্ম ও নাম, শিক্ষা-দীক্ষা	২২
বায়আত ও খিলাফত	২২
পিতৃ-বিয়োগ, মক্কা-মদীনার যিয়ারত	২৩
বিয়ে ও সন্তানগণ, ওফাত	২৩
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জ্ঞানের পরিসর	২৪
কবিতা ও গয়ল	২৪
আলেমগণের সম্মানে	২৫
আল্লাহ তালাশকারীদের জন্য	২৫
নির্জনতা অবলম্বন, চারটি স্বভাব	২৬
অমীয়া বাণী, দুআ ও দরুদ	২৭

## ১৪ ॥

### হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

বংশ-পরিচয়, জন্ম-তারিখ ও নাম	২৯
শিক্ষা-দীক্ষা, বায়আত ও খিলাফত	২৯
পিতার ইত্তিকাল, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৩০
শিষ্যগণ, বিয়ে ও সন্তান-সন্ততি	৩১
শেষ বয়সে	৩১
অসীয়াতনামা, ওফাত, চরিত্র	৩২
তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান	৩৩
তঁর কাব্যিক সামর্থ্য এবং গয়লপ্রীতি	৩৩

শিক্ষাসমূহ	৩৪
মুনাযারা	৩৬
একটি চমৎকার ফতওয়া	৩৬
নির্বাচিত বাণী সমষ্টি, দুআ-দরুদ	৩৭
কাশফ ও কারামত	৩৮
 গ্রন্থপঞ্জি	 ৩৯

## প্রাক কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

উপ-মহাদেশসহ সারা বিশ্বে ইসলামের আলোর ছায়াতলে মানুষ স্থান লাভ করে আহলুল্লাহ, আহলে দিল বা আল্লাহ তাআলার আউলিয়ায়ে কেরামের বিবিধ পন্থায় দাওয়াতের মাধ্যমে।

যুগে যুগে ঈমান, ইসলাম ও ইখলাসের দাওয়াত যেভাবে হক্কানী-রব্বানী ওলামা-মাশায়েখ কষ্ট-মেহনত ও সাধনা করে প্রচার-প্রসার করেছেন সেভাবে কোনো রাজা-বাদশাহ তা প্রচার করেননি। তাই আদিকাল থেকে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আল্লাহর আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি আন্তরিকতার সাথে রয়েছে। যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

এ গ্রন্থে দিল্লির কতিপয় তরীকার প্রসিদ্ধ এমন কতিপয় শায়খে তরীকতের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মের বর্ণনা করা হয়েছে যা মূল উরদু গ্রন্থ দেহলী কে বাইশ খাজার অনুবাদ। এটি আমাদের জন্য হতে পারে জীবনদর্শ। আগামীতে আরও বিশ্বের প্রখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন চরিত নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের আশা রাখি।

এ গ্রন্থ পাঠে কোনো পাঠক-পাঠিকা সামান্য কিছুও উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাগনের জীবন ও কর্ম জানান, বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

## হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ছিলেন আলেমে রব্বানী এবং মাশায়েখের মধ্যমনি। তিনি যুগশ্রেয়ী শায়খ এবং ইসলাম ও মুসলিম সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন।

### বংশপরিচয়

তিনি বুখারার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদাজান আগা মুহাম্মদ মৌরুসী সম্পদশালী হওয়ার পাশাপাশি রুহানী এবং ইলমী (জ্ঞান) সম্পদের অনন্য সম্রাট ছিলেন।

মধ্য এশিয়ার জন্য ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল উল্লেখযোগ্য। তখন কাটাকাটি, খুন-খারাবি নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। হযরের দাদাজান জনাব আগা মুহাম্মদ মোঙ্গলীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বুখারা ত্যাগে বাধ্য হন। তিনি সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে চলে এলেন। শাহী দরবারে গমন করলে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী তাঁকে এবং কিছুসংখ্যক নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে গুজরাট নগরী করায়ত্ত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন।

গুজরাট জয় করার পর তিনি সেখানে থেকে গেলেন। তাঁর একশত একজন সন্তান-সন্ততি ছিলেন। একশত কন্যা সন্তান মারা যান। এ শোকে তিনি আর এখানে থাকতে পারলেন না। একত্রে সন্তানকে নিয়ে দিল্লী পৌঁছেন। তিনি ১৭ রবিউস সানী ৮৩৯ হিজরী ইন্তিকাল করেন।

### পিতৃপরিচয়

হযরের শ্রদ্ধেয় পিতার নাম ছিল, হযরত মাওলানা সাইফুদ্দীন (রহ.)। তিনি একজন বড় কবি এবং নামজাদা আলেম হওয়া ছাড়াও অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন বড় বুয়ুর্গ ছিলেন।

### শুভজন্ম

তঁার আসল জন্ম-তারিখ ছিল পবিত্র মুহাররম ৯৫৮ হিজরী। আর প্রকৃত নাম আবদুল হক।

### শিক্ষা-দীক্ষা

তঁার সম্মানিত পিতা সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি নিজ পিতার কাছেই প্রাথমিক জ্ঞান শিক্ষা শেষ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। অল্প কিছুদিনের মধ্যে পবিত্র কুরআন হিফয শেষ করেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে ইলমের সমুদয় স্তর শেষ করেন।

### হজ্জে বায়তুল্লাহ

তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। দিল্লী থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি রমজান মাস ৯৯২ হিজরীতে হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহাব মুনক্বী (রহ.)-এর দরবারে পৌঁছে তঁার কাছ থেকে তরীকতের ফয়েজ অর্জন করেন।

সুফিতত্ত্বের গ্রন্থাবলি তঁার কাছ থেকে শিখে নেন এবং সেই উস্তাদের ব্যবস্থাদীনে পবিত্র হেরমে বন্দেগীতে নিমগ্ন হলেন। সে সময় তিনি পবিত্র স্থানসমূহের ঘিয়ারত পর্বও সেরে নেন।

তিনি বলেন, এ ফকীর যখন পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমায় ছিলাম সেখানে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর দানকৃত স্থান যাকে বাইতে খদীজা (রাযি.) বলা হয় সেই স্থানটি বায়তুল্লাহ শরীফের পর যাবতীয় স্থান থেকে সম্মানিত প্রমাণিত সেখানে উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে দণ্ডায়মান হতাম। আর আমি বলতাম, হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.)! আমি আপনার দরবারের ফকীর, আপনার ধারে হাজির হলাম। আমি যা কিছু অন্তরে প্রত্যাশা করেছি, মুখে বলছি, সাহায্য চেয়েছি সবকিছুই পেয়ে ধন্য হয়েছি।

### বায়আত ও খিলাফত লাভ

তঁার সম্মানিত পিতাই তঁার সর্বপ্রথম রুহানী পীর-মুরশিদ এবং পথ প্রদর্শক ছিলেন। তঁার পিতার নির্দেশে তিনি হযরত শায়খ মুসা গিলানী (রহ.)-এর কাছ থেকেই বায়আত হয়েছিলেন এবং তঁার কাছ থেকে মূল্যবান ফয়েয লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন।

তিনি যখন মক্কায়ে মুয়ায্যমা গমন করেন। সেখানে পুনরায় হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহাব মুনক্বী (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। হযরত



আবদুল ওয়াহ্‌হাব মুনকী (রহ.) তাঁকে চিশতিয়া, কাদেরিয়া ও শাযিলিয়া তরীকার খিলাফত দান করেন অর্থাৎ তিনি প্রসিদ্ধ ৪ তরীকা: চিশতিয়া, কাদেরিয়া, শাযিলিয়া, নকশবন্দিয়া তরীকার সাথে সম্পৃক্ত।

### ভবিষ্যদ্বাণী

তিনি বলেন, আমাকে স্বপ্নে হযরত গউসুল আযম (রহ.) সরওয়ারে কায়িনাতের ইশারায় মুরীদ করিয়ে নিয়েছেন। বায়আত হওয়ার পর আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তুমি বুয়ুর্গ হবে।

### দিল্লী প্রত্যাবর্তন

হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব মুনকী (রহ.)-এর নির্দেশ পেয়ে হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) দিল্লীতে চলে যান। সেখানে তিনি একটি বেসরকারি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই দেওয়া হত। তিনি আজীবন শিক্ষকতা, কিতাব রচনা ও তরীকতের খিদমতে অতিবাহিত করেন।

### সন্তান-সন্ততি

তাঁর একমাত্র সন্তান হযরত শায়খ নুরুল হক (রহ.) অত্যন্ত অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন বুয়ুর্গ ছিলেন।

### ওফাত

তিনি ২১ রবিউল আউয়াল ১০৫১ হিজরীতে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। তাঁর মাযার শরীফ দিল্লীর নিকটেই হাউয়ে শামসীর ডান দিকে যিয়ারতের জন্য অদ্যাবধি উন্মুক্ত আছে।

### চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তিনি একজন আলেমে বা-আমল ছিলেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক গুণ-জ্ঞান সম্পন্ন বড় বুয়ুর্গ ব্যক্তিত্ব। তিনি ইবাদত ও সাধনায় প্রতিনিয়ত নিমগ্ন থাকতেন। ভারতবর্ষ তাঁকে মুহাদ্দিস সাহেব হিসেবেই চিনে। তিনি ইলমে হাদীসের বিখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অর্জিত ইলম সারা বিশ্বে পৌঁছে দিতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় আত্মোৎসর্গিত ছিলেন।

## তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী

তাঁর অন্তর্নিহিত ইলমকে পাল্লায় পরিমাপ করার জন্য স্বরচিত গ্রন্থাবলিই একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি নিম্নরূপ: আল-মুকাদ্দিমাতু ফী উসুলিল হাদীস, মারাজাল বাহরাইন ফিল জাম'য়ি বায়নাত তারীকাইন, রিসালায়ে দর মাসআলায়ে সিমা, রিসালায়ে দর মাসআলায়ে ওয়াহদাত ওয়াজুদ, আখবারুল আখয়ার ফী আসরারিল আবরার, লতায়িফুল হক, আসমাউর রিজাল ওয়ার রুয়াত আল-মায়কুরাইন ফী কিতাবিল মিশকাত, মাদারিজুন নুবুওয়াত ওয়া মারাতিবুল ফুতুওয়াত ফী সীরাতিন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, জামি'উল বারাকাত মুনতাখাবু শরহিল মিশকাত ও তাকমীলুল ঈমান ওয়া তাকওয়াতিল ঈমান প্রভৃতি।

## শিক্ষা (হাদীস)

তিনি বলেন, ‘সকল মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কথা, কাজ, বাণীকে হাদীস বলা হয়। যে হাদীসের বর্ণনাকারী সরওয়ারে কায়িনাত (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেসবকে হাদীসে মারফু বলা হয়।

যেসব হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেসব হাদীসসমূহকে হাদীসে মওকুফ বলা হয়।

যেসব হাদীসের বর্ণনা তাবেরী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেসব হাদীসকে হাদীসে মাকতু' বলা হয়।

যে ব্যক্তি হাদীসে নববী (সা.)-এর সাথে মিশে গেছেন তাঁদেরকে মুহাদ্দিস আর যারা এর ইতিহাসের সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন তাঁদেরকে আখবার বা ইতিহাসবিদ বলা হয়।’<sup>১</sup>

## হাদীসের প্রকারভেদ

তিনি বলেন, ‘হাদীস এমনিতেই ৩ প্রকার। যথা— বিরল (দুর্লভ), অস্বীকৃত এবং মুআল্লাল। এর মধ্যেই আবার ৩ ধরনের হাদীস রয়েছে। যথা— সহীহ (বিশুদ্ধ), হাসান (পুণ্য) ও যয়ীফ (দুর্বল)।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> আবদুল হক দেহলবী, আল-মুকাদ্দিমাতু ফী উসুলিল হাদীস, পৃ. ৩৪

<sup>২</sup> আবদুল হক দেহলবী, আল-মুকাদ্দিমাতু ফী উসুলিল হাদীস, পৃ. ৫৮

## বর্ণনাকারী

তিনি বলেন, ‘সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী যদি একজন হয় তাহলে তাকে গরীব হাদীস (দুর্বল) বলে। বর্ণনাকারী দু’জন হলে তাঁকে আযীয (যোগ্য) বলে। বর্ণনাকারী দু’জনের অধিক হলে তাঁকে মশহুর (প্রসিদ্ধ) হাদীস বলে। বর্ণনাকারী যদি গণনা করা সম্ভব না হয় এবং একত্রিত করে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, এসব হাদীসকে হাদীসে মুতওয়াতির বলা হয়।’<sup>১</sup>

## ছয়খানা হাদীস (উসূলে হাদীস)

তিনি বলেন, ‘হাদীসের জগতে এ ছয়খানা কিতাব ইসলামী জ্ঞানের জগতে বিশ্বস্ত এবং সুপরিচিত। ৬টি নাম যথাক্রমে ১. সহীহ আল-বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. জামি’উত তিরমিযী, ৪. সুনানু আবী দাউদ, ৫. আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান ও ৬. সুনানু ইবনি মাজাহ। অনেকের দৃষ্টিতে আবার সুনানু ইবনি মাজাহর স্থলে মুয়াত্তা ইমাম মালিক অন্তর্ভুক্ত।’<sup>২</sup>

## তাঁর দৃষ্টিতে সোজা পথ

মারাজাল বাহরাইন ফিল জাম’য়ি বায়নাতে তারীকাইন গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘সাধকগণের জন্য শান্তির পথ এবং জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য দৃঢ়তার পথ হচ্ছে, ফিলোসফির পথকে হারাম মনে করবে আর যুক্তিতর্কের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। কথা কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের দরজা বন্ধ করে দেবে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণ তথ্যাদির ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং এর অনুসারী হয়ে দিন অতিবাহিত করবে।

নিজ জ্ঞানকে শরীয়তী বিষয়াবলি ও নির্দেশসমূহে সুন্নতের প্রসিদ্ধতম গ্রন্থাবলির ওপর অব্যাহতি দেবে। অধিক ব্যাখ্যা এবং সন্দেহপরায়ণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। বিশ্বাসের দুর্গ থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করবে না এবং স্বীয় স্বল্পবোধ ও অপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর আস্থাশীল হয়ো না।’<sup>৩</sup>

## শরীয়ত ও তরীকতের সামঞ্জস্যতা

মারাজাল বাহরাইন ফিল জাম’য়ি বায়নাতে তারীকাইন গ্রন্থে হযরত

<sup>১</sup> আবদুল হক দেহলবী, আল-মুকাদ্দিমাতু ফী উসুলিল হাদীস, পৃ. ৭৪

<sup>২</sup> আবদুল হক দেহলবী, আল-মুকাদ্দিমাতু ফী উসুলিল হাদীস, পৃ. ৯৬-৯৭

<sup>৩</sup> আবদুল হক দেহলবী, মারাজাল বাহরাইন ফিল জাম’য়ি বায়নাতে তারীকাইন, পৃ. ১৭

শাহ আবদুল হক দেহলভী (রহ.) বলেন, ‘এটা কোন দিন মনে করার অবকাশ নেই যে, সুফিবাদের উলটো দিক হচ্ছে শরীয়ত, কিতাব ও সুন্নাহ। সন্দেহাতীতভাবে কখনো এগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য কিংবা বাদানুবাদ নেই।

এ যুগের সুফিগণ একমত যে, তাঁরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সুন্নতে নববী (সা.)-এর নির্যাস গ্রহণকারী এবং হাকীকতের পর্দা উন্মোচনকারী। তাঁরা তরীকতের পথে, কথায়-কাজে এবং রহস্যের দারোদাটনে, আন্তরিকতায়, ইখলাসে সমবিশ্বাসী।

জ্ঞানের মধ্যে সরাসরি অবগত ও সচেতন এবং সংযমশীলতা, সংস্কৃতিতে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা ছাড়া নফসের আত্মশুদ্ধি, বাতিনের পরিচ্ছন্নতা, আত্মার পরিশুদ্ধি, রুহের পবিত্রতার মধ্যে কেউ কাউকে অবহেলা করতে পারে না। যেমন তাঁদের কর্মসমূহ, পরিপার্শ্বিক অবস্থা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা এবং আধ্যাত্মিক তৃপ্তি অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে, সকল যোগ্যতায় হস্ত প্রসারিত করতে পারে আমি এমন কাউকে তা অর্পণ করিনি।’<sup>১</sup>

## মূল্যবান বাণী

লতায়িফুল হক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন,

- সৌভাগ্য-কামিয়াবি, উঁচুস্তরে পৌছা ও স্বার্থকতার প্রমাণ হচ্ছে, বুয়ুর্গ ব্যক্তিগণের সাথে সাক্ষাৎ।
- বেশির ভাগ মানুষ আমিত্ব, অতিসম্মানের কারণে পরহেযগারি ও সৌভাগ্যের পর্দাবন্দী হয়ে থাকে।
- নিশ্চেষ্ট দিন কাটানো এবং বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগ না করা নিষ্কর্মার পরিচয়। এতে মেধার ক্ষয় পেতে থাকে।
- একটি বিষয়ে লেগে থাকা এবং বাকিগুলোকে আমলে না আনা ধ্বংস হওয়ার পূর্বলক্ষণ।
- একাগ্রতায় অন্তরের শান্তি আর বহুমুখিতায় দুশ্চিন্তা ও নিঃসতা নিহিত।
- অযোগ্যদের সংশ্রব হচ্ছে ধ্বংসের মূল। এ ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিই অযোগ্য মনে হয়, যার মধ্যে যোগ্য হওয়ার অভিলାষ নেই এবং নিজের অধপতিত অবস্থার জন্য চেতনা নেই।

<sup>১</sup> আবদুল হক দেহলভী, *মারাজাল বাহরাইন ফিল জাম'য়ি বায়নাতে তরীকাইন*, পৃ. ৩৯-৪০

- দুনিয়াপ্রীতি, জ্ঞানের ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া, নফসের কথার গোলাম হওয়া, কুফরী এবং ধ্বংস হওয়ার চূড়ান্ত লক্ষণ ।

## দুআ ও ওয়াযীফাসমূহ

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিচের দরুদটি পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ اَلْفُ اَلْفِ مَرَّةً.

‘হে প্রভু! নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অণু-পরমাণুতে হাজার হাজার বার রহমত নাযিল করুন ।’

তিনি বলেন, ‘ইলম, কুদরত, রহমত এ তিনটি মহান আল্লাহর বিশেষ গুণ । উদ্দেশ্য সাধনপ্রার্থীদের একান্ত প্রয়োজন এ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা । তাহলেই রহমতের আশা করা যায় । এ তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, নিজের সাধনা-প্রচেষ্টাকে গুটিয়ে নেবে ।’

নুকাতুল হক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘মহান আল্লাহর একত্ব এবং যিক্রের দিকে ধ্যান করে বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) । একাগ্রতার সাথে এর যিক্র করতে থাকবে এবং এতে ডুবে থাকবে ।

এরপর শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর যিক্র করতে থাকবে । যখন এ যিক্র শেষ হবে তখন আস্থা রেখে বলুন, আমাকে আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) একেবারে ছেড়ে দেননি । তাহলে কিভাবে আমি যিক্র পরিত্যাগ করতে পারি ।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর শেষান্তে পৌঁছে বিরতি দেওয়া যাবে না । কেননা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর প্রকৃত নূর হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) । আল্লাহর প্রিয় হাবীবের যতই বেশি যিক্র করা হবে ততই মহান আল্লাহ সৌন্দর্য এবং কামালিয়ত (পূর্ণতা) দান করবেন ।’

॥২॥

## হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.)

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) তরীকতের পথে উজ্জ্বল নক্ষত্র। তরীকতের অগ্রসৈনিক এবং ইসলামী শরীয়তের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল এবং প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন।

### বংশ-পরিচয়

নানার দিক তাঁর বংশসূত্রিতা হযরত খাজা আখরারের নানাজান হযরত শায়খ ওমর ইয়াগিস্তানী (রহ.) পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর শ্রদ্ধেয় নানাজান হযরত ফাতুমাতুজ জুহরার (রাযি.) সন্তানগণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন।

### পিতৃ-পরিচয়

তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ পিতার নাম কাজী আবদুস সালাম। হযরত কাজী সাহেব আফগানিস্তানের কাবুলে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন আহলে ইলম এবং কামালিয়াতের স্তরে মান্যবর ব্যক্তিত্ব। তিনি সুফিতত্ত্ব, ফিকহ, হাদীসশাস্ত্রে জগৎ-খ্যাত। তিনি ধর্মীয় প্রতিপত্তির সাথে ইজ্জত-সম্মানের পাশাপাশি অনেক বিভূ-ভৈববের মালিক ছিলেন।

### বাকী বিল্লাহর জন্ম

তিনি কাবুল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত জন্ম-সন সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছুসংখ্যক লোকের উদ্ধৃতি অনুসারে তাঁর জন্ম-তারিখ ৯৭১ হিজরী, আবার অনেকে বলছেন, ৯৭২ হিজরী।

### প্রকৃত নাম

হযরাতুল কুদুস গ্রন্থ অনুসারে তাঁর প্রকৃত নাম সাইয়েদ রযীউদ্দীন।

তিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ।

### শিক্ষা-দীক্ষা

তঁার পিতা মহোদয় সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না । তিনি ৫ বছর বয়সে তাঁকে মকতবে ভর্তি করান । মকতবেই পবিত্র কুরআন পাঠ শেষ করেন । অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি হযরত মাওলানা সাদেক হালুয়ায়ী (রহ.)-এর কাছে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে হাজির হন । নিজ উস্তাদের সাথী হয়ে মাওয়ারাউন নাহার গমন করেন । তিনি বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনের পথ চলতে চলতে সুফিমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন । মাওয়ারাউন নাহারে অভিজ্ঞ আলেমগণের মজলিসে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুশোচনা করে বলেন, আপনি এত অল্প বয়সে কেন বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনের পথ পরিহার করলেন? হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) একথা শুনে বললেন, একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর গ্রন্থাবলি আমার সামনে পেশ করা হোক । তিনি যদি এতে সন্তুষ্ট হতে না পারেন তাহলে আমাকে বলতে পারবেন ।

### মাওলার সন্তুষ্টির পথে

তিনি বাহ্যিক জ্ঞানে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বাতেনী জ্ঞানের সাগরে ডুব খাওয়ার পথে সবিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন । তিনি মাওয়ারাউন নাহারে গিয়ে বিশিষ্ট দরবেশ, আল্লাহর পথের ফকীর ও জ্যাস্ত অন্তরসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বগণের সন্ধান নিবেদিত হয়ে পড়লেন ।

অনুসন্ধানের নিমিত্তে তিনি বলখ, বদখশান, সমরকন্দ, লাহোর পর্যন্ত সফর করেন । যেসব বুয়ুর্গানে দীনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তাঁরা হচ্ছেন, হযরত খাজা উবায়দ (রহ.), হযরত আমীর আবদুল্লাহ বলখী (রহ.), হযরত শায়খ সমরকন্দী (রহ.), হযরত শায়খ বাবায়ী ওয়ালী (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ।

### এক মজযুবের সাক্ষাৎ

তিনি যখন লাহোর শহরে পৌঁছেন সেখানে এক খোদাশ্রমে নিমজ্জিত আত্মহারার (মজযুব) খোঁজ পান । হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন । শেষ পর্যন্ত ওই আত্মহারা ছয়রকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক দুআ করেন এবং বহুবিধ বাতেনী নিয়ামতে ভূষিত করেন ।

## বায়আত ও খিলাফত

তিনি লাহোর নগরী থেকে মাওয়ারা উন-নাহার তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে হযরত খাজা আমকসীর (রহ.) স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাঁকে বলছেন, হে বৎস! আমি তোমার জন্য অপেক্ষমান। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তুমি আমার কাছে চলে এস এবং আমার অপেক্ষার গ্লানি উপশম করে যাও।

স্বপ্নের হুকুম মতে তিনি হযরত খাজা আমকসীর (রহ.) দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর হাতে বায়আত হন। হযরত পীর সাহেব হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.)-কে তাঁর কাছে রুহানী দৃষ্টিতে রেখে দিলেন তিন দিন তিন রাত। এ তিনদিন দু'জনে একান্ত নির্জনে পূর্ণ সময় সদ্যবহার করেন রুহানী ফয়েয প্রদানের মধ্য দিয়ে। অতঃপর স্বীয় মুরশিদের পক্ষ থেকে খিলাফতনামা লাভ করে নিজেকে সৌভাগ্যবান বানিয়ে নিলেন।

এটাও প্রকাশ আছে যে, তিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহ.)-এর স্নেহধন্য হয়ে আন্তরিক ফয়েয লাভ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

## ভারতে অবস্থান

নিজ পীর-মুরশিদের হুকুম পেয়ে তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে দ্বিতীয় বার লাহোর পৌঁছে এক বছর সেখানে কাটিয়ে দেন। এরপর দিল্লী গমন করেন এবং ফিরোজী দুর্গে অবস্থান করেন। তিনি ৫ ওয়াক্ত নামায মসজিদে ফিরোজীতে পড়তেন।

## বিয়ে ও সন্তানগণ

তিনি পর পর দুটি বিয়ে করেন। দুটি সন্তান ছিল। এক বিবির সন্তান হলেন, হযরত খাজা মুহাম্মদ উবাইদ উল্লাহ (রহ.) এবং খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রহ.) পরবর্তী স্ত্রীর যোগ্য সন্তান।

হযরত খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রহ.), হযরত খাজা মুহাম্মদ উবাইদ উল্লাহ (রহ.) থেকে বয়সে ৪ বছরের ছোট ছিলেন।

## ওফাত

তিনি ২৫ শে জমাদিউল আখির ১০১২ হিজরী সনে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে অনন্ত হায়াতের জগতে পাড়ি জমালেন। ওফাতকালে তাঁর বয়স



হয়েছিল ৪০ বছর। তাঁর পবিত্র মাযার দিল্লী শহরে সকল ভক্তগণের যিয়ারতের জন্য উন্মুক্ত।

### খলীফাগণ

হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) যিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) হিসেবে বিশ্ব-তরীকতের জগতে সুপরিচিত তিনি হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন। তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, জগৎবিখ্যাত শায়খে তরীকত ও কামিল বুয়ুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.)-কে নসীহত করেন যে, তাঁর দু'সন্তানকে যেন কিছুদিনের জন্য নিজ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করেন। তাঁদেরকে যেন শিক্ষা ও বায়আতের মাধ্যমে যোগ্যতম করে গড়ে তুলেন।<sup>১</sup>

তাঁর অন্যান্য খলীফাগণ হলেন হযরত শায়খ তাজ উদ্দীন সুমলী (রহ.), হযরত খাজা হুসাম উদ্দীন (রহ.) ও হযরত শায়খুল হাদ্দাদ (রহ.)।

### চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.) নকশবন্দীয়া আলিয়া তরীকার এক সুমহান তাপস ছিলেন। ভারতবর্ষে নকশবন্দিয়া তরীকত গ্রহণযোগ্যতা হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রহ.)-এর সময়েই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে যা এখনো চলমান। তিনি ভদ্রতা, নম্রতা, দয়া ও মেহেরবানীতে অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। তিনি সাধনা ও নির্জনতাকে সীমাহীন গুরুত্ব দিতেন। তিনি সর্বদা চুপচাপ থাকতে পছন্দ করতেন। বেশি কথাবার্তা বলতেন না। হক্কানী পীর-মাশায়েখের এটিই নিয়ম।

দরবেশ, আলেম-ওলামা, সাইয়েদগণকে সীমাতীত সম্মান দিতেন। ভালোবাসা, দয়া-মায়া এবং ক্ষমার জন্য তিনি অপূর্ব নিদর্শন ছিলেন। তাঁর মনোলোভা চরিত্রের একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে, কারো দুঃখ-কষ্ট দেখে তিনি নীরবে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ধৈর্য, মহত্ব, কঠিন সাধনা, ফয়েজের ক্ষেত্রে এবং মার্জিত মেজাজের এক উজ্জ্বল নমুনা ছিলেন। তিনি সারাফণ ইবাদত এবং মুরাকাবায় লেগে থাকতেন। তিনি নির্জনবাসকে অমূল্য সম্পদ মনে করতেন। তাঁর সৌন্দর্য, আকর্ষণ সব সময় চেহারায় ভাসমান থাকত। তাঁর আলীশান মর্যাদা এবং সুউচ্চ সাধনার জন্য সকলেই তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আসক্ত ও গুণমুগ্ধ ছিলেন।

<sup>১</sup> মুহাম্মদ হাশিম আল-কিশমী, *যুবদাতুল মকামাত*, পৃ. ৬৫-৬৬

## প্রজ্ঞার নমুনা

তিনি একটি রিসালা লিখেছেন। সেখানে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত: **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ** (তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক।)<sup>১</sup> এবং **فَإِنَّكَ لَتَؤْتُوا نَفْسَكَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ** (অতএব তোমরা যদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান।)<sup>২</sup>-এর সাবলীল তাফসীর করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলিই গভীর জ্ঞানের সক্ষমতার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ বলা যায়। তিনি গয়লপাঠ ও লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি দু'সত্তানের শুভ জন্মের ওপর ভিত্তি করে একটি সুন্দর কসীদা লিখে যান।

## শিক্ষা

তিনি বলেন, তরীকায়ে নকশবন্দিয়ার ভিত্তি মাত্র কয়েকটি জিনিসের ওপর বলা যায়। ১. নিশ্বাসে চেতনা বহাল থাকা, ২. কদমে দৃষ্টি রেখে চলা, ৩. দেশ সফর করা, ৪. নির্জন মজলিসে বসা, ৫. স্মরণ রাখা, ৬. হারিয়ে যাওয়া থেকে ফিরে আসা, ৭. দৃষ্টি হিফায়ত করা, ৮. মুখস্থ করা।

এছাড়াও অন্য ৩টি পরিভাষা রয়েছে। যথা- ১. অকুফে যামানী, ২. উকুফে কলবী ও ৩. উকুফে আদদী। এসবের পরিচয় তাসাউফের কিতাবে দেখুন।

## আল্লাহর ওপর ভরসা

তিনি বলেন, ভরসা বলতে এটা বোঝানো হয় না যে, সকল উপায়-উপকরণ বাদ দিয়ে বেমালুম বসে থাকা। আল্লাহর ওপর ভরসার নিয়ম হচ্ছে, শরীয়ত নিষিদ্ধ নয় এমন উপায়সমূহ অবলম্বন করা তবে উপায়কে একমাত্র সফলতার চাবিকাটি মনে না করে মহান আল্লাহর ওপরই ভরসা রেখে চলতে থাকা।

## সম্পর্কচ্ছেদ কাকে বলে?

তিনি বলেন, ‘সম্পর্কচ্ছেদ করার অর্থ হচ্ছে, অন্তরকে দুনিয়া-আখিরাতের সকল পাওনা থেকে পৃথক করে ফেলবে এবং সকল অবস্থা ও সাধনা থেকে এক পা হয়ে যাওয়া সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে মহান আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা।’

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:৪

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১১৫

## স্বর্ণালী বাণীসমূহ

- সুফি তাঁদেরকে বলা হয়, যারা মানুষের কর্মপরিধি ত্যাগ করতে পেরেছে।
- অল্পে তুষ্ট হওয়া, বেহুদা কর্ম সাধনা থেকে দূরে থাকা, প্রয়োজন হয় এতটুকু সামর্থবান হওয়া, খাওয়া-দাওয়া, থাকার ব্যাপারে মিতব্যয়ী হওয়াকেই সুফি বলা হয়।
- নফস কামনা করে এমন কিছু করা থেকে বিরত হওয়া। কাজ্জিত, আনন্দদায়ক, লোভনীয় বস্তু সামগ্রী থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে সবর।
- পীর তিন প্রকার হয়: ১. জুব্বার পীর, ২. শিক্ষার পীর ও ৩. সহচর্যের পীর।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে শান্তি এবং সম্ভৃষ্টির জন্য জান কুরবান করতে সক্ষম তাঁরা যাবতীয় বলা-মুসিবতকে পরওয়া করে না।
- সর্বদা মুরাকাবা করতে থাকা এটা এক বিরাট নিয়ামত যা অন্তরে গ্রহণযোগ্যতার প্রেরণার উৎস হিসাবে যাদুর মতো কাজ করে থাকে।

## নির্দেশিত দুআসমূহ

যিক্র-আযকার ছাড়াও তিনি চিরকুমার হিসেবে জীবন অতিবাহিত করার পক্ষপাতি ছিলেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ জাল্লা জালালের যিক্রই জীবনের উপজীব্য হয়ে থাকবে। নফী-ইসবাতের যিক্র ছাড়াও তিনি অন্তরের সার্বক্ষণিক যিক্র চলমান রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

কাউকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিক্র, আবার কাউকে বিসমিল্লাহ শরীফের যিক্র চালু রাখার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দিতেন।

## কাশ্ফ ও কারামত

ইত্তিকালের কিছুদিন পূর্বে তিনি বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখছি অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে তরীকায়ে নকশবন্দিয়ার কোন মহান ব্যক্তির প্রয়াত ঘটে যাবে।

একদিন তাঁর প্রতিবেশীর ছেলে এসে বললেন, তাঁর পিতার খুব বেশি পেট ব্যথা করছে। তিনি বলেন, সে ঘোড়ার হক আত্মসাৎ করেছে। ঘোড়ার হক যদি এফ্ফুণি ঘোড়াকে দিয়ে দেয়, তাহলে পেট কামড়ি ভালো হয়ে যাবে।

ছেলেটি পিতার কাছে পৌঁছে ওই কথাটি জানাল। সেই প্রতিবেশী স্বীকার করল, হ্যাঁ, তিনি ঘোড়ার হক আত্মসাৎ করেছেন। তাড়াতাড়ি কিছু ঘৃত

এবং খাদ্য-দানা যখন ঘোড়াকে খাওয়ানো হল দেখা গেল, এতটুকুতেই তার রোগ সেরে গেল ।

তঁার এক দরিদ্র পড়শি লোককে বিচারক ঘর থেকে বের হয়ে দখল বুঝিয়ে দেওয়ার রায় দিলেন । তিনি ওই সংবাদ অবগত হয়ে যালেম বিচারককে অনুরোধ করলেন, দরিদ্র লোকটি এ গ্রামেই থাকেন, তঁার প্রতি যুলুম করা তোমার উচিত হবে না । যালেম হাকিম দম্ভভরে ছ্যুরের অনুরোধ রাখলেন না ।

তঁাকে পুনর্বীর অনুরোধ করা হল কিন্তু তার কথায় সে অটল রইল । দেখা গেল, ওই ফাযিল হাকিম কয়েকদিনের মধ্যে আত্মসাৎ ও চুরির অপরাধে গ্রেফতার হয়ে শীঘ্রেরে গেল । তঁার পরিবারবর্গসহ তঁার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হল ।

## হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ছিলেন দীনে হকের কাণ্ডারী এবং তরীকতের সিপাহসালার। সৃষ্টির সূজন ব্যক্তিত্ব, শ্রেষ্ঠত্বের উপমা, রহানী ফয়েযের অকুল সমুদ্র। যার হাতে গোটা ভারতবর্ষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রকৃত নুরে প্রোজ্জ্বলিত হয়েছিল।

### বংশপরিচয়

তাঁর বংশ ৩৩ স্তরে গিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, ওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম ইবনে ওয়াজীহ উদ্দীন শহীদ ইবনে মুয়াযযম ইবনে মনসুর ইবনে আহমদ তওয়াজন ইবনে কাযী কাশেম ইবনে কাযী কবীর ওরফে কাযী মুদাহা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে কুতুব উদ্দীন ইবনে কামাল উদ্দীন ইবনে শামসুদ্দীন আল-মুফতী ওরফে কাজী বিরন ইবনে শেরে মুলুক ইবনে আতা মুলুক ইবনে আবুল ফতহ মুলুক ইবনে ওমর আল-হাকেম ইবনে মালেক ইবনে আদেল ইবনে কারুন ইবনে ওসমান ইবনে জরসীন ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শাহরিয়ার ইবনে ওসমান ইবনে হামান ইবনে হুমায়ুন ইবনে কুরাইশ ইবনে সুলাইমান ইবনে আফ্ফান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)।

### পিতৃপরিচয়

তাঁর পিতার নাম হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেব (রহ.)। যাহেরী এবং বাতেনী ইলমের জগতে তিনিই তাঁর উদাহরণ। তিনি হযরত শাহ সাইয়েদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রহ.)-এর বায়আতপ্রাপ্ত ও প্রধান খলীফা হন।

## জন্ম ও নাম

তিনি ৪ শাওয়াল ১১১৪ হিজরী সনে এ ধরাধামে তশরীফ আনেন। তাঁর নাম ছিল আহমদ। তিনি নিজেই বলেন, আমি দুর্বল আহমদকেই ওয়ালী উল্লাহ বলা হয়।

## শিক্ষা-দীক্ষা

ছয়রের বয়স যখন পঞ্চম বছরে পদার্পণ করে তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান সন্তানকে এক মক্তবে ভর্তি করান। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন পাঠ সমাপ্ত করেন। এরপর থেকেই অন্যান্য কিতাব পাঠে মনোযোগ দেন। তাঁর আব্বাজান সন্তানের লিখা-পড়ার প্রতি বেশ মনোযোগী ছিলেন।

পনের বছর বয়সে তিনি জাহেরী জ্ঞানের সমুদ্র পেরিয়ে বাতেনী ইলমের রাজ্যে প্রবেশ করেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান সন্তানকে কাছে বসিয়ে মাহফিলের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন এবং এ সম্পর্কিত তালীম-তারবিয়েতে যোগ্যতম করে তুলেন। পিতার কাছ থেকেই সুফিতত্ত্বের হাতেখড়ি শুরু করেন। এজন্য হযরত শাহ সাহেব নিজেই বলেন, ‘আমি আমার সম্মানিত পিতার কাছ থেকেই প্রকাশ্য ইলম ও তরীকতের জ্ঞান অর্জন করেছি। তাঁর কাছে আমি কারামত প্রত্যক্ষ করেছি, বিপদ মুক্তির উপায়-উপকরণ শিখেছি এবং তরীকতের অধিকাংশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।’

## বায়আত ও খিলাফত

পনের বছর বয়সে তিনি স্বীয় পিতার হাতে বায়আত হন। তাঁর পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম (রহ.) কয়েক তরীকার বায়আত ও খিলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, ‘আমার হাতে আরো অন্যান্য তরীকার বায়আত ও খিলাফত রয়েছে।’

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদিসে দেহলভী (রহ.)-এর গচ্ছিত তরীকা হচ্ছে নকশবন্দিয়া। বায়আত হওয়ার দু’বছর পরেই তাঁকে খিলাফত অর্পণ করেন। তিনি ছিলেন পিতা কর্তৃক প্রদত্ত প্রধান খলীফার অধীকারী।

তিনি হযরত শায়খ আবু তাহের মাদানী (রহ.)-এর কাছ থেকেও খিলাফতী জুব্বা লাভ করেন। তাঁর প্রদত্ত খিলাফতী জুব্বাকে সুফিগণের সম্মানাত্মক হিদায়তী জুব্বা হিসাবে মূল্যায়ন করা হতো।

## পিতৃ-বিয়োগ

এখনো হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর বয়স সতর বছর পূর্ণ হয়নি। স্নেহাস্পদ আব্বাজান সাহেব সবাইকে ত্যাগ করে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) পুরোদমে হিদায়তী ও দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন।

## মক্কা-মদীনার যিয়ারত

তিনি ১১৪৩ হিজরী সনে পবিত্র হজ্জ কার্য সম্পাদন করেন। তিনি নবীয়ে আকদাস (সা.)-এর পবিত্র রওয়া শরীফ থেকে যথার্থ ফয়েজ হাসিল করেন।

সেখানে তিনি অনেক নামী-দামী ওলামা, হক্কানী পীর-মাশায়খের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি মক্কা-মদীনায় বেশ কিছুদিন অবস্থানপূর্বক হাদীসের অমূল্য সনদ অর্জন করতে সক্ষম হন।

তিনি ১১৪৫ হিজরীতে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং দিল্লীতেই স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তিনি জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে দীনের দাওয়াত, হিদায়ত এবং তরীকতের যাবতীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন।

## বিয়ে ও সন্তানগণ

তিনি পনের বছর বয়সে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান হযরত শাহ আবদুর আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন এবং সাধনা জগতের অতন্দ্র প্রহরী।

তাঁর অন্য সন্তানগণ হচ্ছেন, হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দীন (রহ.), হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের (রহ.) এবং সর্বশেষ সন্তান শাহ আবদুল গনী (রহ.)।

## ওফাত

তিনি ১৯ মুহাররম ১১৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্তমান মাযার দিল্লী শহরে অবস্থিত।

## চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের এক অনন্য সাধারণ স্বনামধন্য আলেমে হক্কানী ছিলেন। তাঁর আলীশান বুয়ুর্গি সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার সাহস কারো নেই।

জ্ঞান-গরিমা, মারিফতে ইলাহিয়ায় পথহারাদের দিশারী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি জীবন ব্যাপী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ইসলামকে নবরূপ দান করেছেন। তাঁর মাঝে সততার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত প্রতিভাত ছিল।

## জ্ঞানের পরিসর

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির মধ্যে আছে, লুমহাত, হামা'আত, আল-কাওলুল জামীল ফী বয়ানে সওয়াযিস সাবীল, আনফাসুল আরিফীন, মাকুতুবাতে মাদানী (উর্দু ভাষায় রূপান্তর ফায়সালা ওয়াহদতুল ওয়াজুদ ওয়াশ শাহুদ), আদ-দুররুস সামীন ফী মুবাশশিরাতিন নাবীয়িল আমীন, মাকুতুবাতে মানাকিব আবী আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী ওয়া ফযীলতি ইবনে তাইমিয়া, ফাতহুর রহমান বি-তারজুমাতিল কুরআন, আত-তাফহীমাতু ইলাহিয়া, মাকাতীবে আরবী, আল-ইনতিবাহ ফী ইসনাদি আহাদীসির রাসূল, আল-খায়রুল কসীর, আল-কাওলুল জালী ফী যিকরি আসারিল ওয়ালী, আদ-বাদরুল বাযিগা, ফুয়ুযুল হারামাইন, তাওযীলুল আহাদীস, খামসা রসায়িল, আল-ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, আতয়াবুন নাগাম ফী মাদহি সাইয়দিল আরব ওয়াল আজম, আকদুল যাইয়িদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ ও সেহেল হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## কবিতা ও গয়ল

তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'আমীন'। নিচের উদ্ধৃতিগুলোর মাধ্যমেই হযুরের যোগ্যতার মাপ করা যায়।

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ☆ عاشق شوریده ام یا عشق باجانہ ام     | من ندانم بادہ ام یا بادہ را پیانہ ام |
| ☆ اصطلاح شوق بسیار است و من دیوانہ ام | متلائے خیر تم جان گویت یا جانان جان  |
| ☆ جزبہ اصل است سرشورش مستانہ ام       | میل ہر عنصر بود سوئے مقرا صلیش       |



☆ شوق موسى در ظهور آودر نار طور را ☆ در نهادش آتش می زند پر وانه ام  
☆ اے امین بر مستقیم نام تجدد تہمت است ☆ در ازل پیش از زمان تمیز شد میخانہ ام

আমি জানি না, আমি কি শরাব, না শরাবের পেয়ালা

আমি কি মত্ত প্রেমিক, না কি প্রেমের ।

আমি অস্থির অশান্ত তোমাকে কী বলবো হে বন্ধু?

আমি তো প্রেম পাগল, উচ্ছ্বাসের পরিভাষা বহু বহু ।

প্রতিটি জিনিসের ঝাঁক তো আসলের দিকে হয়ে থাকে

প্রেমপ্রবণতার উচ্ছ্বাসই হলো মন রহস্য আমার ভেতরে ।

মুসার উৎসাহ আগুনের রূপ ধরে দেখা দিল তুর পাহাড়ে

আমার হৃদয় তো পতঙ্গ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রেমের আগুনে ।

হে আমীন! নিজের প্রেমকে বুয়ুর্গীর নজরে দেখ না

কারণ আমি তো সেই আয়ল থেকে নির্মিত এক পাশুশালা ।

তাঁর সমুদয় শিক্ষা ইলমে যাহের আর ইলমে বাতেনের একটি মহাসাগর তুল্য ।

### আলেমগণের সম্মানে

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর পথের পথিকদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ রাখতে চাই । ধনী এবং রাজা-বাদশাগণের সাথে কখনো বন্ধুত্ব কর না, কিন্তু অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তাঁদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করবে ।

জাহেল সুফি, অজ্ঞগণের বন্দেগী প্রথা ফিকহ বিশারদগণ যারা কঠিন সাধনাকারী, সেসব প্রকাশ্য মুহাদ্দিস যারা ফিকহের সাথে বৈরিতা পোষণ করে তাঁদের সাথে সম্পর্ক রেখনা । আর হক্কানী আলেমে দীনকে যথাযথ সম্মান করবে ।

যারা ভয়ঙ্কর জ্ঞানী, যারা কাজ নয় কথার মহাসমুদ্র, কারো অনুসরণ করাকে যারা অপমান জ্ঞান করে, জ্ঞানীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাঁদের সাথেও সংশ্রব রেখ না ।

### আল্লাহ তালাশকারীদের জন্য

আল-কাওলুল জামীল ফী বায়ানে সাওয়্যিস সাবীল গ্রন্থে তিনি লিখেন, 'যারা আল্লাহ তায়ালার খাঁটি প্রেমিক তাঁদেরকে প্রকৃত আলেম হতে

হবে। দুনিয়াকে প্রতিকারহীন ভেবে ফেলে রেখে প্রতি নিঃশ্বাসে খোদাপ্রাপ্তির সাধনায় ডুবে থাকতে হবে। উপকারী সুন্নতসমূহের অনুসারী হতে হবে।

পবিত্র হাদীস এবং হযরত সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের অধিকতর অনুসরণকারী হতে হবে। হাদীস এবং সুন্নতে নববী (সা.)-এর ব্যাখ্যা-বর্ণনা অনুসন্ধানকারী প্রসিদ্ধ ফিকহবিদগণের রায় যা পবিত্র হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং সেসব ধর্মীয় পুরোধাগণের যার কথা-কাজ সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে তাঁর মতামত মানা যাবে।

যিনি অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং জ্ঞানের যুক্তিতে পূর্ব-পরবর্তীগণের অনুসারী, সেসব তরীকতপন্থী যাদের কথার মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা সুফি মতবাদের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না, তাঁদের পথে চলা যাবে।

যার ব্যক্তিত্ব নবীয়ে পাক (সা.)-এর সুন্নতের পরিপন্থী হবে, তাঁদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। ভুলেও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না।<sup>১</sup>

### নির্জনতা অবলম্বন

তিনি বলেন, ‘এতখানি নির্জনতা অবলম্বন করা দরকার যাতে কোন সৎকাজে বাঁধার সৃষ্টি না হয়। যেমন অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, আত্মীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জ্ঞানীগণের মজলিসে উপস্থিত হওয়া। এসব কিছুই সমন্বয় সাধন সম্ভব হলে যে কোন ধরনের নির্জনতা অবলম্বনে আপত্তি থাকতে পারে না।’

### চারটি স্বভাব

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, ‘চারটি অভ্যাসকে বেশি করে গুরুত্ব দেবে। যথা—

১. পবিত্রতা,
২. মহান আল্লাহর কাছে বিনম্র হওয়া এবং অন্তরের চক্ষুকে আল্লাহর অপরিসীম কুদরতের দিকে নিবন্ধ করা।
৩. শ্রবণ করা অর্থাৎ মন যা বলে তা শুনে থাকবে তবে কখনো তাকে বিদ্রোহাত্মক, কৃপণ, লোভ-লালসার বশবর্তী হতে দেবে না।
৪. ন্যায় বিচার। এটা এমন এক চরিত্র হতে হবে যে, ন্যায়-নিষ্ঠা সকল ন্যায়-নীতি, রাজনীতি, নৈতিকতার মানদণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে।’

<sup>১</sup> শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, আল-কাওলুল জামীল ফী বায়ানে সাওয়ায়িস সাবীল, পৃ. ১৯৩-১৯৪

## অমীয় বাণী

- মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে তিন রকমের গুণ দান করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রচেষ্টা বলেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন।
- যা কিছু ঘটবে তাকে অদৃষ্টের লিখন ধরে নেবে।
- প্রতি যুগের মাঝে একটি সোনালী যুগ থাকে। যেখানে আল্লাহর রহমত ও ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যা সোনালী যুগের অধিবাসীরাই লাভ করে থাকে।
- মাশায়িখ, মুরীদগণকে শরীয়ত-ভিত্তিক জীবন যাপনে নির্দেশ দেবে। অন্য পথে চলতে বাঁধা দেবে। তাঁকে বাতেনীভাবে পথ প্রদর্শন করবে এবং খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত রেখে সুমহান চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করবে।

## দুআ ও দরুদ

### প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ধনবান হওয়া

তিনি বলেন, প্রতিদিন ১১০০ বার **يَا مُغْنِي** এবং ৪০ বার সূরা আল-মুয়্যাম্মিল পড়তে হবে। ৪০ বার পড়ার সুযোগ না হলে কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করবে।<sup>১</sup>

### দরিদ্রতা থেকে বাঁচার জন্য

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-ওয়াকিয়া পাঠ করবে তাঁর জীবনে আর দরিদ্রতা আঘাত করতে পারবে না।<sup>২</sup>

### সকল আশা পূরণের জন্য

«يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ يَا خَيْرَ، يَا بَدِيعَ» দৈনিক বার শত বার একাধারে ১২ দিন পাঠ করতে হবে।<sup>৩</sup>

### বিচারকের দয়াপ্রাপ্তির জন্য

বিচারক বা যার সামনে গেলে আপনি আতঙ্কবোধ করেন তাঁর দেখা হলে পড়ুন, **كَهَيْلٍ عَصَى كُنَيْتُ جَمْعُ حُيْتُ**। যতটা অক্ষর উচ্চারণ করবে বাম

<sup>১</sup> শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, *আল-কাওলুল জামীল ফী বায়ানে সাওয়াযিস সাবীল*, পৃ. ১৪০

<sup>২</sup> শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, *আল-কাওলুল জামীল ফী বায়ানে সাওয়াযিস সাবীল*, পৃ. ১৪৪

<sup>৩</sup> শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, *আল-কাওলুল জামীল ফী বায়ানে সাওয়াযিস সাবীল*, পৃ. ১৫৬

হাতের একটি একটি আঙ্গুল তাঁর সাথে সাথে গুটিয়ে ফেলবে। যেমন- প্রথম ৫ অক্ষরে বাম হাতের ৫টি আঙ্গুল এবং পরবর্তী ৫ অক্ষরে ডান হাতের ক্রমান্বয়ে ৫টি আঙ্গুল গুটিয়ে ফেলবে। পাঠ করা শেষ হলে সব আঙ্গুল খুলে দেবে।<sup>১</sup>

---

<sup>১</sup> শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আল-কাওলুল জামীল ফী বায়ানে সাওয়্যিস সাবীল, পৃ. ১৪৮

## হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)

হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ছিলেন মহান আল্লাহ জল্লা শানহুর স্বর্গীয় নুরের এক প্রতিচ্ছবি। ইলমে রহানীর দুর্জেয় কুঞ্জ ছিলেন। তিনি ইলমে মারিফাতের কুলহীন সাগরের মনি-মুক্তা ছিলেন এবং হাকীকতের জগতে মনি-কাঞ্চনের খনি ছিলেন।

### বংশ-পরিচয়

তঁার বংশ-পরিচয় আমরা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর বংশ-পরিচিতি কলামে উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে এখানে এটুকু বলা যেতে পারে তঁার বংশ ও পরিবার পবিত্র ইলমে হাদীসের এবং ফিকহের জন্য সবিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করেছিল।

### জন্ম-তারিখ ও নাম

তিনি ১১৫৯ হিরজী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তঁার প্রকৃত নাম আবদুল আযীয। ইতিহাসের পাতাগুলোতে তঁার নাম গোলাম হালীম।

### শিক্ষা-দীক্ষা

তিনি শিক্ষাগুরু হিসাবে তঁার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানকেই যথেষ্ট মনে করেন। তিনি তঁার পিতা হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর কাছেই সর্বস্তরের জাহেরী এবং বাতেনী ইলম গ্রহণ করেন।

### বায়আত ও খিলাফত

তিনি নিজ পিতার কাছ থেকেই বায়আত ও খিলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন। তরীকতের পথে যাত্রা তিনি পিতার হাত ধরেই শুরু করেন। এ যাত্রাকেই

আল্লাহ প্রাপ্তির উসীলা বলা যায়। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, নিশ্চিত বলা যায় মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা আমাকে এবং আমার সময়ের লোকদের ওপর অশেষ মেহেরবাণী করেছেন। কেননা আল্লাহ পাক আমাকে যে তরীকার অনুসারী করেছেন সেটা মহান প্রভুর একান্ত নৈকট্যশীল তরীকা। যার মাঝে বিশেষ ধরনের ৫টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা—

১. বাস্তব ঈমান,
২. নফলসমূহে সমৃদ্ধ,
৩. নৈকট্য লাভের নিশ্চিত গ্যারান্টি,
৪. ফরজসমূহের বাধ্যবাধকতা,
৫. ফেরেস্তার জগতে পৌঁছার অপূর্ব সুব্যবস্থা।

যে ব্যক্তি এসব পালনের সৎসাহসে আঙুয়ান হবে মহান আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই সৌভাগ্যমণ্ডিত করবেন। কেননা মহান রাব্বুল ইজ্জত আমাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি তোমাকে এ তরীকার ইমাম বানিয়ে দিলাম এবং তোমাকে উর্ধ্ব জগতের সম্মান প্রদত্ত করা হল। সকল তরীকাকে তোমার তরীকার ওপর তোমার আনুগত্যের ভালোবাসায় উন্নতশীল করে দিলাম। সুতরাং তোমার সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করবে তাঁদের প্রতি দয়ার দুয়ার রহিত করে দিলাম, অর্থাৎ তোমার দুষমনেরা সকল প্রকার মঙ্গল ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

## পিতার ইন্তিকাল

তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৬ বছরে পর্দাপণ করে যখন তাঁর সম্মানিত পিতা ইন্তিকাল করেন। তাঁর পিতা ১১৭৬ হিজরী সনে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহান প্রভুর আস্থানে সাড়া দেন।

বস্তুত তিনি পিতার স্নেহ-মায়া, মমতা ও তরীকতের পথে পথপ্রদর্শকের ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়লেন। তিনি এবার কিঞ্চিৎ পিতার রুহানী ফয়েজ প্রাপ্তি থেকে দূরে থাকলেন না। পিতার যাবতীয় ফেলে যাওয়া দায়িত্ব নিজ দায়িত্ব মনে করে তরীকতের হাল ধরে বসলেন।

## শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

তিনি আজীবন হাদীসের বর্ণনা এবং হিদায়তী কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাঁর পেশা ছিল। তাঁর পিতা হাদীসশাস্ত্রের যে

প্রদীপ ভারতবর্ষে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তিনি তাঁর সমাপ্তি টানেন। তাঁর অনেক অগ্নিগর্ভা শিষ্য ছিল। তাঁর কাছ থেকে সে সকল ব্যক্তি জাহেরী-বাতেনী ফয়েয অর্জন করেছিলেন তাঁরা সেটাকে গৌরবের বিষয় মনে করেন।

অনেকে তাঁর রুহানী ফয়েজ-বরকত লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর শাগরিদদের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ ওলামা, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন।

### শিষ্যগণ

নিচের প্রসিদ্ধ ওলামা, মুহাদ্দিসগণ হুযুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, নিজ ভ্রাতা হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দীন সাহেব (রহ.), তাঁর জামাতা হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), হযরত মাওলানা মুফতী সদরুদ্দীন দেহলভী (রহ.), হযরত মাওলানা রশীদ উদ্দীন খান দেহলভী (রহ.), হুযুরের কন্যার স্বামী (জামাই) মাওলানা আবদুল হাই (রহ.), হযরত মাওলানা মীর মাহবুব আলী দেহলভী (রহ.) ও হযরত মাওলানা হাসান আলী লখনভী (রহ.)।

### বিয়ে ও সন্তান-সন্ততি

তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর তিন মেয়ে নিজ জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাঁর বড় মেয়ের সাথে জনাব ইসহাকের বিয়ে হয়েছিল। দ্বিতীয় মেয়ের সাথে হযরত শায়খ মুহাম্মদ আফজল ইবনে শায়খ আহমদের সাথেই সম্পন্ন হয়েছিল। তৃতীয় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল মাওলানা আবদুল হাইয়ের সাথে।

### শেষ বয়সে

তিনি অসুস্থ হলে অসম্ভব দুর্বল হয়ে যান। তিনি সপ্তাহে কমপক্ষে দু'বার ওয়াযের মজলিস বসাতেন। রোগে থাকা অবস্থায় যখন সাপ্তাহিক মাহফিলের সময় এল দুজন খাদেমের তাঁকে ওয়াযের মাহফিলে বসিয়ে দেন। তখন তিনি ওয়াজ শুরু করলে দুজন লোকই ওনাকে ছেড়ে দিলেন। তিনি ওয়াজে লেগে গেলেন এবং ওই দিন তিনি ذُو الْقُرْنَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ<sup>১</sup> এ আয়াত নিয়েই বয়ান করতে ছিলেন। এ আয়াতের নির্দেশ মেনে তিনি নিজের যা কিছু সম্পদ ছিল ভাগ বসালেন। এ কথাটুকু مِنْ نِيزِ حَاضِرِي شَوْمِ تَصْوِيرِ جَانَان

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৭৭

من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بعل, এভাবে না পড়ে বললেন, তাফসীরে কুরআন বগলে নিয়ে উঠব।

### অসীয়তনামা

তিনি দু'পাট্টা জামা এবং গেরুয়া পায়জামা পরিধান করতেন। তিনি অসীয়ত করে যান যে, আমি জীবনে যেভাবে কাপড় পরিধান করেছি মৃত্যুর সময় সেভাবেই কাফন দেবে।

জানাযায় নামায়ের ব্যাপারে তিনি বলে গেছেন, আমার জানাযার নামায় শহরের বাইরে নিয়ে যাবে আর সেখানে জানাযার নামায়ে এদেশের বাদশাহকে যেতে নিষেধ করে দেবে।

### ওফাত

তিনি শাওয়াল মাস ১২৩৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইন্তিকাল পববর্তী সময়ে যে রকম অসীয়ত করে যান সেভাবেই জানাযার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জানাযায় জনশ্রোতের সৃষ্টি হয়েছিল যার কারণে পঞ্চগন্না বার এ মহান সাধকের জানাযার নামায় পড়াতে হয়েছিল।

তাঁর মাযার শরীফ নিজ পিতার পাশে দিল্লীতে (মেহেন্দিয়া) অবস্থিত। এখনো ভক্তগণ সেখানে রুহানী ফয়েযের ভিখারী হয়ে হাযিরা দিয়ে থাকেন।

### চরিত্র

তিনি যাহেরী এবং বাতেনী ইলমে উপমাহীন ছিলেন। মান এবং সম্মানে ভরপুর ছিলেন। সাহায্য-সহযোগিতায় অতুলনীয় ছিলেন। ইলম ও আমলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁকে মুফাসসিরীনের মহর এবং ইমামুল মুহাদ্দিসীন বলা চলে। তিনি শুধু আলীশান মর্যাদার অলী ছিলেন না, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহও বলতে হবে। তিনি আলেমগণের শিরোমনি এবং মাশায়িখের পথপ্রদর্শক ছিলেন।

তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র, ব্যতিক্রমধর্মী লেখক, প্রচলিত-অপ্রচলিত বহুমুখী জ্ঞানের আধার ছিলেন। তিনি স্বপ্নের প্রসিদ্ধ ফাল বেরকারী ছিলেন, ওয়ায়েজে বে-নজীর, কবিতা-প্রবন্ধে পটু, জ্ঞানের তত্ত্ব উদ্ঘাটনকারী সামনা-সামনি জ্ঞানভিত্তিক তর্কবাগিশ হিসাবে বেশ সুখ্যাত ছিলেন।



তিনি ছিলেন শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণকারী, খোদাভীরু, ধী-শক্তি সম্পন্ন, আমানতদার এবং বেলায়তের শাহীনশাহ ছিলেন ।

### তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান

লেখনীর জগতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপরিচিত । তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হল, উসূলে হাদীস, ইজলায়ে নাফেয়া, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, মজমুয়ায়ে খামসা রসায়েল, শরহ মীযানিল মানতিক, রাসায়িলে ফাযায়িলে খুলাফা, আরবা মা'রুফ বি-আযীযুল ইকতিবাস ফী ফাযায়িলে ব-নমায়ে আনফাস, রিসালায়ে তুহফায়ে ইসনা আশরিয়া, তাফসীরে ফাতহুল আযীয, রিসালায়ে গিনা, রিসালায়ে বাইয়ে কানীজান, রিসালায়ে ওয়াসীলায়ে নাজাত, রিসালায়ে তাফযীল, রিসালায়ে উসূলে মাযহাবে আবী হানীফা ও রিসালায়ে মাআদে জিসমানী প্রভৃতি । তাঁর ফতওয়া ছিল বাস্তবোচিত সুপ্রসিদ্ধ । তাঁর লেখনীগুলো বিভিন্ন শরয়ী মাসলা-মাসায়েলে সমৃদ্ধ ।

### তাঁর কাব্যিক সামর্থ এবং গয়লপ্রীতি

তিনি ছিলেন গয়লপ্রেমিক এবং কাব্যিক গুণাবলি সমৃদ্ধ । নিচের কবিতামালা তার প্রমাণ বহন করে ।

- ☆ گر بگوشن بگذری گل بر رخت مفتون شود در نمائے قامت خود سرور آموزون شود
- ☆ کار با معنی است دانا رانه بانام و نشان جذبه یلی ندارد بید اگر مجنون شود
- ☆ مرد مفلس را جهان یک سر محل آفت است شیشه چون خالی است گربادش رسد واثون شود
- ☆ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَسَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرَ
- ☆ لَا يُمَكِّنُ الشَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ی قصه مختصر

পুষ্প কাননের পাশ দিয়ে যাও, ফুল প্রেমিক হবে

সেথা স্বীয় রূপ খুঁজলে নেহাৎ অশোভন হবে ।

নিজেকে গুণান্বিত কর নাম বিকে নয়

লাইলীর প্রেমাসক্ত বিনে মজনু কি হয়?

বিপদ সংকুল এ ধরা খাঁটি মুমিনের তরে

শীশার মতো ভর্তি থেকে কাঁচ অভ্যস্তরে ।

নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র শানে তাঁর রচিত পঙ্ক্তিমালাও  
প্রণিধানযোগ্য:

হে পরম সৌর্যের আধার শ্রেষ্ঠতম সর্দার  
তোমার নূরী আলোতেই চন্দালো অপার ।  
যতটা তুমি প্রশস্তি যোগ্য, অতোখানি সম্ভব নয়  
খোদার পরে তুমিই মহান, একথা জানি নিশ্চয় ।

### শিক্ষাসমূহ

#### আউলিয়ার বিন্যাস

তিনি কামালাতে আযীযী গ্রন্থে লিখেছেন, ‘আউলিয়া ৪ স্তরের হয়ে থাকেন । কিছু সংখ্যক মজযুব অর্থাৎ আত্মহারা আর কিছু সংখ্যক পবিত্র হাদীসের কঠোর অনুসারী হয়ে থাকেন । যেমন- গাউস, কুতুব ইত্যাদি । কিছু সংখ্যক নির্জনতা অবলম্বনকারী এবং বাকীরা লোকান্তর হয়ে গভীরতম সাধনাকারী ।’

#### অন্তরদৃষ্টিদানে শ্রেণী বিন্যাস

মালফুযাতে শাহ আবদুল আযীয গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘অন্তরদৃষ্টিদান ৪ স্তরের হয়ে থাকে,

১. প্রতিবিম্ব বা ছায়া পড়া,
২. অন্তরে ঢেলে দেয়া,
৩. অনুভূতি বা আকর্ষণ করা,
৪. যিনি তাওয়াজ্জু দান করবেন তাঁর যাবতীয় গুণাবলি মুরীদের অন্তরে প্রভাবিত করা যা বাহিরে ভিতরে সমান তালে হবে ।’<sup>১</sup>

#### বুয়ুর্গগণের শ্রেণী

একই গ্রন্থে তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, ‘বুয়ুর্গ ৪ প্রকারের হয়ে থাকে ।

১. সেসব মজযুব সাধক যারা প্রথম জীবনেও এজন্য শ্রম-সময় ব্যয় করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন । তাঁরাই সবচেয়ে উত্তম পথিক ।
২. সেসব আত্মহারা পথিক যারা প্রাথমিক জীবনেও জযবাপ্রাপ্ত হয়েছেন । অতঃপর সেখানে সফল হয়ে পূর্ব স্তরে ফিরে এসেছেন । যেমন- হযরত

---

<sup>১</sup> শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, মালফুযাতে শাহ আবদুল আযীয, পৃ. ১৩

মুসা (আ.) আগুন আনতে গেলেন সেখানে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নূরে ইলাহী পেয়ে ফিরে এলেন ।

৩. যারা শুধুই সালের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন জয়বার অংশ পাননি ।

৪. সেসব মাজযুব যারা মহান আল্লাহ পাকের খাস নুরের নাগাল পেয়ে নিজের হিতাহীত জ্ঞান হারিয়ে দিয়েছেন ।”

### শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের ফল

মালফুযাতে শাহ আবদুল আযীয গ্রন্থে লিখেছেন, ‘নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীয়তের বিপরীত কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়লে দুর্দশায় নিপতিত হতে হয় । শরীয়ত সমর্থন করে না এমন কার্যাবলির কারণে তরীকতপন্থীদের যাদের মহান আল্লাহ পাকের সাথে গভীর সুসম্পর্ক রচিত হয়েছিল তা কর্তিত হয়ে যায় । যেমন- ধোঁকাবাজি, অহঙ্কার, নিজেকে শ্রেয় মনে করা, আড়ম্বরতা, দুনিয়াখোরী ও পদলোভ ইত্যাদি ।

অনেকের বেলায় এমন হতে পারে যারা ভুলক্রমে সগীরা গুনাহও যদি করে ফেলে তাতে অন্তরের নূরটুকু বিলুপ্ত হয়ে পড়ে এবং এক ধরনের অন্ধকার (অন্তরে) নেমে আসেন ।”

### খাঁটি আলেমের পরিচয়

তিনি বলেন, ‘খাঁটি আলেমগণের মধ্যে নিচের ৪টি গুণের একত্রিত সমাবেশ পরিলক্ষিত হবে, ১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ২. পাঠ দানের নিমিত্তে কিতাব নিজে পূর্বাপর পাঠ করা, ৩. লেখনীশক্তি এবং বয়ানের যোগ্যতা থাকতে হবে ও ৪. ধর্মীয় তর্কে বাকপটু হতে হবে ।’

### পবিত্র কুরআন পাঠের নিয়ম

ফতওয়ায়ে আযীযী গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ‘পবিত্র কুরআন পাঠকারীর কর্তব্য হচ্ছে, কিবলামুখী হয়ে ভয়-ভীতি অন্তরে রেখে, মাখরাজ অনুযায়ী প্রতিটি শব্দ আদায় করা, প্রশংসাসূচক শব্দাবলির প্রতি নযর রাখা, যেখানে আমর বা নির্দেশ আছে সেসব মেনে চলা ।

এবার বাতেনী সম্মান হচ্ছে, এভাবে কুরআন পাঠ করা চাই যেন মহান প্রভুর সামনেই তা পাঠ করে শোনানো হচ্ছে । মহান আল্লাহ পাক যেন ওস্তাদের মতো তা হুবহু শুনছেন । অথবা এ ধারণা পোষণ করবে স্বয়ং মহান

<sup>১</sup> শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, মালফুযাতে শাহ আবদুল আযীয, পৃ. ১৫

<sup>২</sup> শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, মালফুযাতে শাহ আবদুল আযীয, পৃ. ১৫

আল্লাহ তাআলার পবিত্র যবান থেকেই সরাসরি পাক কুরআনের আয়াতগুলো শুনতে পাচ্ছে।<sup>১</sup>

## মুনাযারা

মি. মটকাফ নামক এক পাদরি হযরতের কাছে এসে মুনাযারার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কথা হলো যদি পাদরি হেরে যান তাহলে তিনি হযরতকে ২ হাজার টাকা দেবেন আর হযরত হারলে পাদরিকে সমপরিমাণ টাকা দিতে হবে।

পাদরি প্রশ্ন করলেন, আপনাদের নবী হাবীবুল্লাহ, তিনি স্বীয় নাতির শাহাদতকালে কোন দুআ করলেন না। অথচ হাবীবের প্রিয়ভাজন অধিকতর প্রিয় হয়। দুআ করলে আল্লাহ নিশ্চয় তা শুনতেন।

তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ! আমাদের নবী দুআর উদ্দেশ্যে গমন করলে অদৃশ্য থেকে জবাব আসে, হ্যাঁ, তোমার নাতির ওপর উম্মতের জুলুম-নির্যাতন করে তাঁকে শহীদ করেছে কিন্তু আমি তাতে আমার স্বীয় বেটা ঈসার (আ.) শূলীতে চড়ানোর বেদনা পুনঃজাগরিত হওয়ায় কাতর। একথা শুনে আমাদের নবীজী আর দুআ না করে চুপ থাকেন। অর্থাৎ পাদরি আমাদের নবীজীর হাবীবুল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করলে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ.) পাদরিদের কথানুযায়ী হযরত ঈসার (আ.) খোদার পুত্র হবার ধারণার ওপর এমন যুক্তি উপস্থাপন করলেন যাতে পাদরি সাহেব নিরঙ্কুর হয়ে পরাজয় মেনে নেন।

## একটি চমৎকার ফতওয়া

**প্রশ্ন:** বাইজী শ্রেণীর চরিত্রহীন মহিলার জানাযার নামায যাবে কিনা?

**উত্তর:** যেসব পুরুষ ওই মহিলাকে ভালোবাসত সে যদি ওই নামাযে জানাযায় উপস্থিত থাকে তাহলে তাঁর জানাযা পড়া বৈধ।

এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি দিল্লী থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালীন সময়ে তাঁর স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি তোমার বাপের বাড়ী যাও তাহলে আমি তোমাকে তালাক দিলাম। সওদাগর বাড়ি এসে দেখে তাঁর স্ত্রী সত্যিই বাপের বাড়ি গিয়েছিল। তাঁর তালাক প্রদানের ব্যাপারে আলেমগণের কাছে ফতওয়া চাইলে আলেমগণ জানালেন, বাস্তবিকই তালাক হয়ে গেছে। সে লোকটি যখন হযরত

<sup>১</sup> শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, ফতওয়ায়ে আযীযী, পৃ. ৪৫৩-৪৫৬

শাহ সাহেবের কাছে এল ছ্যুর ফতওয়া দিলেন এভাবে, যখন ওই মেয়েটির পিতা দুনিয়ায় বেঁচে নেই সে সময়ে মেয়েটি বাপের বাড়ি গিয়েছিল। ওই সময়ে সেই ঘরের মালিক তাঁর বাবার হতে পারে না। এখন সেই ঘরের মালিক তোমার স্ত্রী নিজে। সুতরাং ওই মেয়েটি তাঁর ঘরেই গিয়েছিল, বাবার ঘরও নেই এবং বাবার ঘরে যাওয়ার দোষে সে এখন দোষী হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আলেমগণ ছ্যুরের এ চমৎকার রায় মেনে নিলেন।

### নির্বাচিত বাণী সমষ্টি

- মহান আল্লাহর যিক্রের মাধ্যমেই অন্তর শান্তি পায়।
- যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভালোবাসা একান্ত প্রয়োজন।
- তরীকতের বন্ধুত্ব হচ্ছে, কর্মের সাধনার নাম।
- জয়বা হচ্ছে মহান স্রষ্টার দান।
- প্রতি ধর্মে পাঁচটি বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম যেমন- জ্ঞানের সুরক্ষা, মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা, বংশীয় মর্যাদা রক্ষা এবং সম্পদের সুরক্ষা।
- ইহসান ব্যতীত ইবাদতের অস্তিত্ব এরকমই মনে করতে হবে। যেমন- আত্মবিহীন দেহ।
- মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি থাকা চাই। বিশেষ করে পাড়া-পড়শীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

### দুআ-দরুদ

তিনি বলেন, প্রচুর রিয়ক পেতে হলে, চাশত নামাযের সময়ে ৪ রাকআত নামায আদায় করবে এবং সিজদায় গিয়ে ১০০ বার **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ** পড়বে বা সময় হাতে না থাকলে ৫০ বার পড়বে। তিনি বলেন, নিচের আয়াতসমূহের উসীলায় দুআ করলে তা অবশ্যই কবুল হয়ে যাবে,

- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ① إِيَّيْكَ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ② فَاسْتَجِبْ لِي ③ وَنَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ ④
- وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ⑤
- رَبِّ إِنِّي مَسْنِي الصُّرُوءَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ⑥
- وَأَقِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ⑦ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑧

• حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ⑤

• رَبِّ اِنِّیْ مُغْلُوْبٌ فَاتَّصِرْ ⑥

হাকিমের মন জয় করার জন্য নিচের দুআটি ৭০ বার পাঠ করে হাকিমের দিকে ফুক ছাড়বে: يَا رَحْمَنُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَرْحَمَهُ يَا رَحْمَنُ ।

এরপর নিজের ঘরে হাকিমের ঘরের দিকে মুখ করে ২০০ বার নিম্নের দুআটি পাঠ করতে হবে, يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوْبِ ।

### কাশফ ও কারামত

তিনি যখন জুমার নামায পড়ার জন্য মসজিদে গমন করতেন, মাথার পাগড়িটি চোখ পর্যন্ত টেনে দিতেন। ফসীহ উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি এর কারণ জানতে চাইলেন। হুযুর নিজ মাথার টুপি লোকটির মাথায় দেয়া মাত্র সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। পরে ওই লোকটি বলল, জুমার মসজিদে পাঁচ হাজার মত মানুষ থাকলেও কয়েক'শ লোক দেখলাম, যেগুলো মানুষের মত দেখলাম আর বাকীরা কিছু বানর, ভালুক এবং কিছু কিছু অপরাপর বন্য জানোয়ারের রূপে বসে আছে। এবার হুযুর ওই লোকটিকে বললেন, কারণ বুঝেছ?

কর্নেল ইসকজ হুযুরের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কোন ছেলে-সন্তান ছিল না। এজন্য হুযুরের কাছে দুআ চাইলেন। হুযুর দুআ করার পর আল্লাহর রহমতে একটি ছেলে-সন্তান জন্ম নিল। এ সংবাদ হুযুরের কাছে পৌঁছলে তাকে বলে দিলেন, ছেলেটির নাম রাখবেন ইউসূফ।

কর্নেল হুযুরের কথা মতো ছেলের নাম রাখল জোসেফ ইসকজ। জোসেফ আর ইউসূফ একই কথা, যদিও তা শুনতে অন্য রকম মনে হয়।

## গ্রন্থপঞ্জি

॥আ ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. আবদুল হক দেহলবী : আবদুল হক ইবনে সাযফউদ্দীন আস-সায়ফী আল-কাদিরী ইবনে সা'দুল্লাহ ইবনে ফীরুয আশ-শহীদ ইবনুল মালিক মুসা ইবনুল মালিক মুয়িয়ুদ্দীন ইবনে আগা মুহাম্মদ তুরক আল-বুখারী আদ-দিহলবী (৯৫৮-১০৫২ হি. = ১৫৫১-১৬৪২ খ্রি.), আল-মুকাদ্দিমাতু ফী উসুলিল হাদীস, দারুল বাশায়ির, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৩. আবদুল হক দেহলবী : আবদুল হক ইবনে সাযফউদ্দীন আস-সায়ফী আল-কাদিরী ইবনে সা'দুল্লাহ ইবনে ফীরুয আশ-শহীদ ইবনুল মালিক মুসা ইবনুল মালিক মুয়িয়ুদ্দীন ইবনে আগা মুহাম্মদ তুরক আল-বুখারী আদ-দিহলবী (৯৫৮-১০৫২ হি. = ১৫৫১-১৬৪২ খ্রি.), মারাজাল বাহরাইন ফিল জাম'য়ি বায়নাত তারীকাইন, মাতবায়ে মুহাম্মদী, কলকাতা, ভারত (১২৭৪ হি. = ১৮৫৭ খ্রি.)

৪. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী: সিরাজুল হিন্দ, শাহ আবদুল আযীয ইবনে আহমদ ওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদির রহমান আল-উমরী আল-ফারুকী মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১৫৯-১২৩৯ হি. = ১৭৪৬-১৮২৪ খ্রি.), মালফুযাতে শাহ আবদুল আযীয, মাতবায়ে মুজতাবায়ী, দিল্লি, ভারত (১৩১৪ হি. = ১৮৯৬ খ্রি.)

৫. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী: সিরাজুল হিন্দ, শাহ আবদুল আযীয ইবনে আহমদ ওয়ালী উল্লাহ ইবনে আবদির রহমান

আল-উমরী আল-ফারুকী মুহাদ্দিসে দেহলবী  
(১১৫৯-১২৩৯ হি. = ১৭৪৬-১৮২৪ খ্রি.),  
ফতওয়ায়ে আযীযী, এইচ এম সাঈদ কোম্পানি,  
করাচি, পাকিস্তান (১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

॥৩॥

৬. শাহ ওয়ালী উল্লাহ : আবু আবদুল আযীয, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, আহমদ  
ইবনে আবদুর রহমান আল-ওমরী আল-ফারুকী  
মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১১০-১১৭৬ হি. =  
১৬৯৯-১৭৬২ খ্রি.), আল-কাওলুল জামীল ফী  
বায়ানে সাওয়াযিস সাবীল, মাকতাবায়ে রহমানিয়া,  
লাহোর, পাকিস্তান

॥ম॥

৭. মুহাম্মদ হাশিম আল-কিশমী: মুহাম্মদ হাশিম ইবনে মুহাম্মদ কাসিম আল-  
কিশমী আল-বদখশানী আল-বুরহানপুরী  
(১০০০-১০৪১ হি. = ১৫৫১-১৬৩১ খ্রি.),  
যুবদাতুল মকামাত = বারাকাতে আহমাদিয়া, নওল  
কিশোর প্রেস, কানপুর, ভারত (১৩০৭ হি. =  
১৮৯০ খ্রি.)